

💵 সুনান আদ-দারাকুতনী

হাদিস নাম্বারঃ ১৪১১

৩. নামায (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৬১. ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর নামায কাযা করা এবং কোন ব্যক্তি নামায শুরু করার পর তা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে

بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

আরবী

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّقَّارُ ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، ثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ فِي غَزْوَةٍ _ أَوْ قَالَ فِي سَرِيَّةٍ _ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ السَّحَرِ عَرَّسْنَا ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظْنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ أَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَعَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ وَسَلَّمَ _ أَمْرَ فَأَلَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّا فَأَذَّنَ فَصَلَيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ فَقُطْنَا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَهُ مِنْكُمْ وَسَلَّمَ _ " أَيَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ

বাংলা

১৪১১(১১). ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফফার (রহঃ) ... ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক যুদ্ধাভিযানে অথবা ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করি। আমরা শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং সময়মত জাগ্রত হতে পারিনি, শেষে সূর্যের তাপ আমাদের সজাগ করলো। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ভীত-সন্তুম্ভ হলো। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজাগ হয়ে আমাদের স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিলে আমরা স্থান ত্যাগ করলাম। আমরা সামনে অগ্রসর হতে থাকলাম, এমনকি সূর্য উপরে উঠলো। লোকজন যাত্রাবিরতি করে তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করলো।

তারপর তিনি বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। আমরা দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লাম। তারপর তিনি নিদেশ দিলে তিনি ইকামত দিলেন এবং ফজরের (ফর্য) নামায পড়লেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা কি এই দুই রাকআত আগামী কাল ফজরের ওয়াক্তে কাযা করবো? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য কি রিবা (অতিরিক্ত ইবাদত) নিষেধ করেছেন এবং



তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করতে কি অস্বীকার করেছেন?

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন